দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...APR 29 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

ন্যায়-অন্যায় জানিনে জানিনে

একটা ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুয়েট বলে পরিচিত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্যাম্পাসে তান্ডব সৃষ্টি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ নষ্ট, শিক্ষকদের অফিস-বাড়িতে হামলা ও তাদের গাড়ি ভাঙচুর করেছে। ক্ষতির পরিমাণ লাখ লাখ টাকা। অনন্যোপায় হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত যাই-হোক-না-কেন সবার ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা চায় যে, তাদের পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হোক, তারা যেন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা টেলিভিশনে দেখতে পারে। বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার সময়ও বুয়েটি ছাত্রদের এই ধরনের আচরণ দেখা গিয়েছিল। প্রশ্রয়ের পর প্রশ্রয় পেয়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মাথায় উঠেছে বলেই মনে হচ্ছে। লঘু একটা ঘটনা এবার এত গুরুতর হয়ে উঠবে তা বোধ হয় এদেশেই সম্ভব।

যে ঘটনাটি এত অনাসৃষ্টির তাৎক্ষণিক কারণ তা হলো ঃ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) একজন ছাত্র ক্লাস টেস্টে নিজের খাতা তার এক বান্ধবীর নামে জমা দিয়েছিলেন। সেই ছাত্র ও তার বান্ধবীর দুর্ভাগ্য যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বিষয়টি জানতে পারেন এবং দু'জনার স্বীকারোক্তি ও দলিল প্রমাণাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃংখলা কমিটির কাছে পেশ করেন।

পরীক্ষাটা 'টার্ম ফাইনাল' পরীক্ষা ছিল না, ক্লাস টেস্ট মাত্র 'কনটিনিউয়াস এসেস্‌মেন্ট'-এর অঙ্গ। কিন্তু শৃংখলা কমিটি ছাত্রটির ইম্পারসোনেশন বা পরীক্ষায় বান্ধবীর ভূমিকা পালন গুরুতর অসদুপায় বলে গণ্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী তাকে দু বছরের জন্য বহিষ্কারের রায় দেন। নিয়ম নিয়মই। অন্যায়ের জন্য বিধানমতো শাস্তি তাকে পেতেই হবে। অন্যথায় অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান-মর্যাদার প্রশ্ন। বান্ধবীর জন্য প্যাসন বা কমপ্যাসন শৃংখলা কমিটির বিবেচনার বিষয় ছিল না। তবে ছাত্রটির আবেদনের পর একাডেমিক কাউন্সিল দু'বছরের বদলে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ছাত্রটির সহপাঠীরা বলছেন, লঘু পাপে বুয়েট কর্তৃপক্ষ তাকে গুরুদণ্ড দিয়েছে। তার সহপাঠিনীদের এই অভিমত কিনা তা আমাদের সংবাদদাতা জানাননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নও ছাত্রটির বহিষ্কার আদেশ বাতিলের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিল।

প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর জীবনে অন্তত একবার এমন সময় আসে যখন 'ন্যায়-অন্যায় জানিনে জানিনে, শুধু তোমাকে জানি' হয়ে পড়ে মূলমন্ত্র। পুরকৌশল বিভাগের শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্রটির সঙ্গে তার বান্ধবীর সম্পর্ক কত গভীর ছিল তা বোধহয় কোনদিন জানা যাবে না। হৃদয়ঘটিত ব্যাপারগুলো সব সময়ই রায়বীয় ব্যাপার। বান্ধবীর জন্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াটা একটা শিভালরি। বান্ধবীর জন্য ত্যাগ স্বীকারেরও দৃষ্টান্ত ছাত্রটি স্থাপন করেছেন। তাকে গুরুদণ্ড দেয়া হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান হয়তো কঠোরভাবে মানা হবে; কিন্তু তরুণদের সুকুমার বৃত্তির মূল্যায়ন হবে কি? যারা গুরুদণ্ড দিয়েছেন, তাদের জীবনে কি কোনদিনই এমন সময় আসেনি যখন ন্যায়-অন্যায় জানিনে জানিনে? কিন্তু এখন ঘটনা পরম্পরা এতদূর গড়িয়েছে যে, এসব বিবেচনা অবান্তর হয়ে পড়েছে। এখন শুধু ইম্পারসোনেশনে অভিযুক্ত ছাত্রই নয়, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুর ও তান্ডব সৃষ্টি করেছিল, তাদের শাস্তি দেয়াটা মুখ্য হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারটা গুরু পাপ, লঘু দন্ড দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ রক্ষা হবে না।